পরম করুণাময়ের বান্দা

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية
يؤدي إلى راحة البال

পরম করুণাময়ের বান্দা

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2024 দ্বারা প্রকাশিত

যদিও এই বইটির প্রস্তুতিতে প্রতিটি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, প্রকাশক এখানে থাকা তথ্য ব্যবহার করার ফলে ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য বা ক্ষতির জন্য কোনও দায়বদ্ধতা গ্রহণ করবেন না।

পরম করুণাময়ের বান্দা

দ্বিতীয় সংস্করণ। 12 এপ্রিল, 2024।

কপিরাইট © 2024 ShaykhPod Books.

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সুচিপত্র

সুচিপত্র

স্বীকৃতি

কম্পাইলারের নোট

ভূমিকা

নম্রতা

অজ্ঞতা

রাতের প্রার্থনা

মহান আল্লাহকে ভয় করা

সুষম ব্যয়

বহুত্ববাদ

জীবনকে সম্মান করুন

অবৈধ সম্পর্ক

আন্তরিক তওবা

ভালোর জন্য পরিবর্তন করা

মিথ্যাচার

নিরর্থক জিনিস

শব্দ এবং কর্ম

একটি ধার্মিক পরিবার

মহৎ চরিত্র

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

মহান আল্লাহর প্রকৃত বান্দাদের বৈশিষ্ট্য 25 আল ফুরকান, 63-77 আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এই মুসলিমরাই ইহকাল ও পরকালে নিরাপত্তা ও মহান আশীর্বাদ লাভ করবে। অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 62:

"নিঃসন্দেহে, [কারণ] আল্লাহর মিত্রদের জন্য তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিত হবে না।"

যখনই তারা কোনো বিচারের সম্মুখীন হয় তখনই তাদের পরাস্ত করার শক্তি দেওয়া হবে যাতে তারা আরও আশীর্বাদ লাভ করে। যখন সমগ্র সৃষ্টি বিচার দিবসের মুখোমুখি হবে, মহান আল্লাহ তাদের সমস্ত দুঃখ দূর করে দেবেন। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 103:

"তারা সবচেয়ে বড় আতঙ্কে দুঃখ পাবে না এবং ফেরেশতারা তাদের সাথে মিলিত হবে, [বলবে], "এটি তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল"

মহান আল্লাহ, আসমানে ফেরেশতাদের কাছে এই বিশেষ বান্দাদের নিয়ে গর্ব করেন। সুনানে আন নাসাই, নং 5428-এ পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তারাই যারা এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে এবং

পরকালে আল্লাহর বিশেষ নৈকট্য লাভ করবে। অধ্যায় 56 আল ওয়াকিয়াহ, আয়াত 10-12:

“এবং অগ্রদূত, অগ্রদূত। তারাই [আল্লাহর] নিকটবর্তী। আনন্দের উদ্যানে।"

তারা অন্য সব কিছুর দাসত্ব থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে মহান আল্লাহ তায়ালার প্রকৃত আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করে, তাঁর নির্দেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। যখন তারা তাঁর বান্দা হয়ে গেল তখন তারা সমগ্র সৃষ্টি থেকে স্বাধীন হয়ে গেল। কিন্তু যারা এই দাসত্ব থেকে মুক্তি চেয়েছিল তারা কেবল তাদের বাসনা ও জড় জগতের দাস হয়েছে। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 23:

"আপনি কি তাকে দেখেছেন যে নিজের ইচ্ছাকে তার উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে..."

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর বরকতময় সাহাবীগণকে অনুকরণ করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে তারা এই মর্যাদায় পৌঁছেছেন, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তবে এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে জ্ঞান ছাড়া এটি অর্জন করা সম্ভব নয়। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, দরকারী জ্ঞান অর্জন করা সকল মুসলমানের জন্য কর্তব্য।

পরম করুণাময়ের বান্দাদের উত্তম চরিত্র অনুকরণ করা সকল মুসলমানের লক্ষ্য হতে হবে যাতে তারাও দুনিয়া ও পরকালে সফলতা অর্জন করতে পারে। একজন মুসলমানকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, কিয়ামতের দাঁড়িপাল্লায় উত্তম চরিত্রের চেয়ে ভারী কিছু হবে না। জামি আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

নম্রতা

পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাদের প্রথম গুণটি আল ফুরকানের 25 অধ্যায়ে, আয়াত 63 এ উল্লেখ করা হয়েছে:

"আর পরম করুণাময়ের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে সহজে চলাফেরা করে..."

মহান আল্লাহর বান্দারা বুঝতে পেরেছেন যে, তাদের কাছে যা কিছু আছে তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা তাদের দিয়েছেন। আর যে কোন অনিষ্ট থেকে তারা রক্ষা পেয়েছে কারণ মহান আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করেছেন। যেটা কারো নয়, সেটা নিয়ে গর্ব করা কি বোকামি নয়? ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি একটি স্পোর্টস কার সম্পর্কে গর্ব করেন না যা তাদের অন্তর্গত নয় মুসলমানদের বুঝতে হবে বাস্তবে তাদের কিছুই নয়। এই মনোভাব নিশ্চিত করে যে একজন সর্বদা নম্র থাকে। মহান আল্লাহর নম্র বান্দারা, সহীহ বুখারী, 5673 নম্বরে পাওয়া মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিসে পূর্ণ বিশ্বাস করে, যেখানে ঘোষণা করা হয়েছে যে কোন ব্যক্তির সৎ কাজ তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না। . একমাত্র মহান আল্লাহর রহমতই এটি ঘটতে পারে। কারণ প্রতিটি সৎ কাজ তখনই সম্ভব যখন মহান আল্লাহ তায়ালা একজনকে জ্ঞান, শক্তি, সুযোগ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করেন। এমনকি আমলের গ্রহণযোগ্যতাও নির্ভরশীল মহান আল্লাহর রহমতে । যখন কেউ এটি মনে রাখে তখন এটি তাদের অহংকার থেকে রক্ষা করে এবং নম্রতা অবলম্বন করতে অনুপ্রাণিত করে। একজনকে সর্বদা মনে রাখা উচিত যে নম্র হওয়া দুর্বলতার লক্ষণ নয় কারণ প্রয়োজনে ইসলাম একজনকে আত্মরক্ষা করতে উত্সাহিত করেছে। অন্য কথায়, ইসলাম মুসলমানদেরকে দুর্বলতা ছাড়া নম্র হতে শেখায়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মহান আল্লাহর

সামনে বিনীত করবে, তাকে তিনি উত্থিত করবেন। তাই বাস্তবে নম্রতা উভয় জগতেই সম্মানের দিকে নিয়ে যায়। এই সত্যটি বোঝার জন্য একজনকে কেবল সৃষ্টির সবচেয়ে নম্রতার প্রতি চিন্তাভাবনা করতে হবে, অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মহান আল্লাহ তায়ালা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এই গুরুত্বপূর্ণ গুণটি অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়ে মানুষকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 215:

"এবং মুমিনদের মধ্যে যারা তোমাকে অনুসরণ করে তাদের প্রতি তোমার ডানা নত কর [অর্থাৎ দয়া দেখাও]।"

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নম্র জীবন যাপন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি আনন্দের সাথে বাড়িতে ঘরোয়া দায়িত্ব পালন করেছেন যার ফলে এই কাজগুলি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, ৫৩৮ নম্বরে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

নম্রতা একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য যা বাইরের দিকে প্রকাশ পায় যেমন একজন হাঁটার পথ। এটি লুকমান 31 অধ্যায়, 18 নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে:

"এবং মানুষের দিকে [অপমানে] আপনার গাল ঘুরিয়ে দিও না এবং পৃথিবীতে উল্লাস করে হাঁটবে না..."

মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে জান্নাত সেই নম্র বান্দাদের জন্য যাদের মধ্যে কোন অহংকার নেই। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 83:

“আখেরাতের সেই আবাস আমি তাদের জন্যে অর্পণ করি যারা পৃথিবীতে উচ্চতা বা দুর্নীতি কামনা করে না। আর [সর্বোত্তম] পরিণাম ধার্মিকদের জন্য।"

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 1998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যার অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। একমাত্র মহান আল্লাহই গর্ব করার অধিকার রাখেন কারণ তিনি সমগ্র মহাবিশ্বের স্রষ্টা, ধারক ও মালিক।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, গর্ব হল যখন কেউ বিশ্বাস করে যে তারা অন্যদের থেকে উচ্চতর এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে যখন এটি তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় কারণ তারা সত্যকে গ্রহণ করা অপছন্দ করে যখন এটি তাদের ব্যতীত অন্যের কাছ থেকে আসে । এটি সুনানে আবু দাউদ, 4092 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

অজ্ঞতা

পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাদের পরবর্তী বৈশিষ্ট্য যা আল ফুরকানের 25 অধ্যায়ে, 63 নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, তারা অজ্ঞতা ও অজ্ঞদের এড়িয়ে চলে।

"... এবং যখন অজ্ঞরা তাদের [কঠোরভাবে] সম্বোধন করে, তখন তারা [শান্তির কথা] বলে।"

বিশেষত, যখন লোকেরা বোকামি করে কাজ করে তখন তারা একইভাবে উত্তর দেয় না। পরিবর্তে, তারা ধৈর্য প্রদর্শন করে এবং এই লোকদের সাথে সদয় আচরণ করে যা তাদের কথাবার্তা এবং কাজের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়। তারা বোঝে যে তারা একটি মূর্খ ব্যক্তিকে সর্বোত্তম প্রতিক্রিয়া দিতে পারে তা হল তাদের শান্তিতে ছেড়ে দেওয়া কারণ তাদের মন্দ উপায়ে উত্তর দেওয়া কেবল তাদের উৎসাহিত করে। এর অর্থ এই নয় যে তারা নিজেদের রক্ষা করে না কারণ ইসলাম এটির অনুমতি দেয় তবে তারা দুর্বলতা ছাড়াই নম্রতা অবলম্বন করেছে। তারা তাদের সময় নষ্ট করতে চায় না যারা কেবল সমস্যা খুঁজছে। ইসলামে অজ্ঞতা একটি অপছন্দনীয় বৈশিষ্ট্য এবং জ্ঞান অন্বেষণ করা সকল মুসলমানের জন্য একটি কর্তব্য। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অজ্ঞরা না বুঝেও পাপ করে, তাই পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দারা পবিত্র কুরআন এবং এর ঐতিহ্য অধ্যয়নের জন্য সময় ব্যয় করে এর লোকদের এবং এই বৈশিষ্ট্যকে এড়িয়ে চলে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং এই শিক্ষাগুলোকে কর্মের মাধ্যমে তাদের জীবনে গ্রহণ করার চেষ্টা করুন। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 9:

"... বলুন, "যারা জানে তারা কি সমান যারা জানে না?"..."

পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, একজন অজ্ঞ ব্যক্তি প্রকৃত তাকওয়া অর্জন করতে পারে না। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... একমাত্র তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

এর কারণ হল, ইসলামী শিক্ষায় উপদেশ দেওয়া ভাল বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ এবং মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলি এড়িয়ে চলার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। যদি কেউ একটি মন্দ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে তবে তারা কীভাবে এটিকে তাদের চরিত্র থেকে এড়াতে বা অপসারণ করতে পারে?

একজনের কেবল ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করা উচিত নয় বরং তাদের সর্বদা জ্ঞানের অধিকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখা উচিত কারণ এটি একজনকে অহংকার থেকে দূরে রাখে।

পবিত্র কুরআন মুসলমানদেরকে অজ্ঞদের সঙ্গ থেকে দূরে সরে যেতে পরামর্শ দেয় কারণ তারা কেবল তাদের বন্ধুদেরকে অর্থহীন বা খারাপ জিনিসের দিকে উদ্‌বুদ্ধ করতে পারে। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 55:

" এবং যখন তারা মন্দ কথা শোনে, তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, "আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হবে, আমরা অজ্ঞদের সন্ধান করি না।"

এর অর্থ এই নয় যে কেউ অজ্ঞদের উপদেশ বা শিক্ষা দেবেন না, তবে এটি শিক্ষিত মুসলমানদের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত যারা ইসলামের বাণী সঠিকভাবে প্রচার করার জন্য প্রয়োজনীয় সঠিক বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করেছে।

প্রকৃত অজ্ঞ সে নয় যার জ্ঞান নেই। প্রকৃতপক্ষে, অজ্ঞ সেই ব্যক্তি যে তাদের জ্ঞানের উপর আমল করে না। এমন ব্যক্তি অনেক জ্ঞানের অধিকারী হয়েও অজ্ঞ। জ্ঞানের উপর আমল করা হল জ্ঞান যা উপকারী। বাকি সব জিহ্বার জ্ঞান যা তার মালিকের কোন উপকারে আসবে না। প্রকৃতপক্ষে এই জ্ঞান বিচার দিবসে একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তাই মুসলমানদের উচিত ইসলামী জ্ঞান শেখার ও আমল করার চেষ্টা করা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন উপদেশ দিয়েছেন, এমন জ্ঞান থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 3843 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

রাতের প্রার্থনা

পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাদের পরবর্তী বৈশিষ্ট্য আল ফুরকান, 64 নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

"আর যারা তাদের পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সিজদা ও দাড়িয়ে রাত কাটায়।"

তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিকতা প্রমাণ করে, যখন অন্য কোন চোখ তাদের দেখছে না তখন তাঁর ইবাদত করার জন্য তাদের ঘুম ও বিশ্রামের কিছুটা উৎসর্গ করে। পূর্ববর্তী বৈশিষ্ট্যগুলি সেই বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করেছে যেগুলি প্রকাশ্য তাই এই ভৃত্যদেরকে দেখানোর জন্য অভিযুক্ত করা যেতে পারে। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য তাদের আন্তরিকতা প্রমাণ করে। এই আয়াতটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দা তারাই যারা তাদের ফরজ নামাজ কায়েম করেছে। কেউ ফরয নামায কায়েম করার পর নিয়মিত স্বেচ্ছায় নামাজ আদায় করে। এটা ছাড়া কোন সফলতা নেই। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে ইবনে মাজা, 1401 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে সঠিকভাবে তাদের নামাজ কায়েম করে। মহান আল্লাহ। এটা মহান আল্লাহর প্রতি একজনের দাসত্বের নিদর্শন।

রাতের নামাযের রয়েছে অসংখ্য ফজিলত। উদাহরণ স্বরূপ, সুনানে আন নাসাই, 1614 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে এটি সর্বোত্তম স্বেচ্ছায় প্রার্থনা। সেই রাত্রি যখন মহান আল্লাহ তাঁর অসীম মর্যাদা অনুযায়ী দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং মানুষকে তাঁর ক্ষমা ও রহমতের দিকে আহবান

করেন। এটি সহীহ বুখারী, 6321 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। বিচার দিবসে বা জান্নাতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর চেয়ে উচ্চ মর্যাদা আর কারও হবে না এবং এই মর্যাদা সরাসরি রাতের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রার্থনা অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 79:

“ এবং রাতের [অংশ] থেকে, এটির সাথে সালাত [অর্থাৎ, কুরআন তেলাওয়াত] আপনার জন্য অতিরিক্ত [ইবাদত] হিসাবে; আশা করা যায় যে, তোমার রব তোমাকে প্রশংসিত স্থানে পুনরুত্থিত করবেন।"

এ থেকে বোঝা যায় যে, যারা রাতের স্বেচ্ছায় নামায কায়েম করবে তারা উভয় জগতে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। জামে আত তিরমিযী, ৩৫৭৯ নং হাদীসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের শেষ অংশে মহান আল্লাহর নিকটতম হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। অতএব, কেউ অগণিত দোয়া লাভ করতে পারে। যদি তারা এই সময়ে জাগ্রত থাকে এবং মহান আল্লাহকে স্মরণ করে।

সকল মুসলমানই কামনা করে যে তাদের প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হোক এবং তাদের চাহিদা পূরণ হোক। অতএব, তাদের উচিত স্বেচ্ছায় রাতের নামাজ আদায় করার জন্য সচেষ্ট হওয়া যেমন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিম, 1770 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, প্রতিটি রাতে একটি বিশেষ সময় থাকে যখন ভাল প্রার্থনা করা হয়। সবসময় উত্তর দেয়।

রাতের নামায কায়েম করা একজনকে পাপ করা থেকে বিরত রাখার একটি চমৎকার উপায়, এটি তাদের অর্থহীন সামাজিক জমায়েত এড়াতে উত্সাহিত করে এবং এটি একজন ব্যক্তিকে অনেক শারীরিক অসুস্থতা থেকে রক্ষা করে। জামে আত তিরমিযী, 3549 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

রাতের নামাযের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত, বিশেষ করে ঘুমানোর আগে অতিরিক্ত খাওয়া বা পান না করে, কারণ এটি অলসতাকে প্ররোচিত করে। দিনের বেলায় অপ্রয়োজনীয়ভাবে নিজেকে ক্লান্ত করা উচিত নয়। দিনের বেলা একটি ছোট ঘুম এর সাথে সাহায্য করতে পারে। পরিশেষে, একজনকে পাপ পরিহার করা উচিত এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত, তাঁর আদেশগুলি পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে আনুগত্যকারীরা স্বেচ্ছায় রাতের সালাত আদায় করা সহজ বলে মনে করে।

রাতের ইবাদত বরকতময় হয় কারণ প্রতিটি ব্যক্তি যা চায় তা দেওয়া হয়। যারা অসুবিধা দূর করতে চান তাদের দ্রুত উত্তর দেওয়া হয়। যারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায় তারা প্রকৃত কৃতজ্ঞ বান্দার মর্যাদা অর্জন করে। যারা জান্নাত কামনা করে তাদের জন্য রহমত ও বরকতের দরজা খুলে দেওয়া হয়। যারা জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেতে চায় তাদের সুরক্ষা দেওয়া হয়। আর যারা তাদের প্রভু ছাড়া আর কিছুই চায় না তারা তাঁর নৈকট্য ও নৈকট্য লাভ করে।

মহান আল্লাহকে ভয় করা

পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাদের পরবর্তী বৈশিষ্ট্য আল ফুরকান 25 অধ্যায়ে, 65-66 আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

"এবং যারা বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের থেকে জাহান্নামের আযাবকে দূরে রাখুন। নিশ্চয়ই এর শাস্তি চিরকাল স্থায়ী। নিঃসন্দেহে এটি একটি বসতি ও আবাসস্থল হিসাবে খারাপ।"

এই আয়াতে একটি দোয়া লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যা পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাদের ভয় দেখায়। তারা মহান আল্লাহকে অমান্য করে জাহান্নামে প্রবেশের ভয় করে। এটা সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার জন্য তাদের উদ্যোগের প্রমাণ। তারা সেইসব ইচ্ছানুরাগী চিন্তাবিদদের মত নয় যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে না, তার অবাধ্য হয়েও মুক্তির আশা করে। পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাগণ তাদের সকল কর্মকাণ্ডে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত আশার বৈশিষ্ট্য পূরণ করে এবং তারপর মুক্তির আশা করে।

তারা তাদের ধার্মিকতার অনেক কাজ নিয়ে গর্ব করে না কারণ তারা জানে কোন কিছুই তাদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে পারবে না এবং মহান আল্লাহর রহমত ব্যতীত তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না। সহীহ বুখারী, 6463 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তারা সর্বদা মহান

আল্লাহর কাছে তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করে তাদের কর্মের মাধ্যমে এই বিশ্বাসকে প্রমাণ করে।

পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দারা বোঝে যে, মানুষ যখন পরকালে পৌঁছাবে তখন তারা তাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হবে এবং অধিক সৎকর্ম সম্পাদন করবে না। অধ্যায় 89 আল ফজর, আয়াত 23-24:

"এবং আনা হল, সেই দিনটি হল জাহান্নাম-সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু কীভাবে তার [অর্থাৎ, ভাল] স্মরণ হবে? সে বলবে, "হায়, আমি যদি আমার জীবনের জন্য [কিছু ভালো] পাঠাতাম।"

এটি তাদের সৎ কাজের দিকে ত্বরান্বিত করে যেমন পূর্বের আয়াতে উল্লেখিত স্বেচ্ছায় রাতের নামায। তারা মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার জন্য ত্বরান্বিত হয়, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে। যখনই তারা পিছলে যায় এবং কোন পাপ করে তখনই তারা তাদের ক্ষমা করার জন্য মহান আল্লাহর কাছে অনুরোধ করে আন্তরিক অনুতাপের দিকে ত্বরান্বিত হয়। তারা নিয়মিত নিজেদের হিসাব নেয় যাতে তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বাড়াতে পারে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 4260 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে এটি একজন জ্ঞানী ব্যক্তির গুণ।

দুনিয়ার চাকচিক্য ও আড়ম্বর দ্বারা অনেকেই জাহান্নাম ও এর শাস্তি থেকে বিভ্রান্ত হয় অন্যদিকে বিচার দিবস এবং জাহান্নামের মুখোমুখি হওয়ার কথা সবসময় মনে মনে রাখে। যেন তারা জাহান্নামকে সত্তর হাজার রশি দিয়ে

সামনে নিয়ে আসা এবং প্রতিটি দড়ি সত্তর হাজার ফেরেশতা দ্বারা টেনে নিয়ে যাওয়া প্রত্যক্ষ করতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৭১৬৪ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যখন কেউ এভাবে জীবন যাপন করে তখন তারা ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে, মহান আল্লাহর আনুগত্যের চেষ্টা এবং তাঁর অন্বেষণে ব্যস্ত থাকে। একটি মন্দ শেষ থেকে আশ্রয়।

সুষম ব্যয়

পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাদের পরবর্তী বৈশিষ্ট্য আল ফুরকানের 25 অধ্যায়ে, আয়াত 67 এ উল্লেখ করা হয়েছে:

"এবং [তারা] তারা যারা, যখন তারা ব্যয় করে, তখন তা অতিরিক্ত বা সংক্ষিপ্তভাবে করে না, বরং সর্বদা এর মধ্যে থাকে, [ন্যায়ভাবে] মধ্যপন্থী।"

তারা বোঝে যে, বাস্তবে তাদের যা কিছু আছে সবই মহান আল্লাহ তায়ালার মালিকানা এবং তা তাদের ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে। তাই তারা কৃপণ, অতিরিক্ত, অপব্যয় বা বাড়াবাড়ি না করে ইসলামের নির্দেশিত উপায়ে তাদের নিয়ামত যেমন তাদের সম্পদ ব্যবহার করে মহান আল্লাহকে ঋণ ফেরত দেয়। তারা বুঝতে পারে যে তাদের সম্পদ এবং অন্যান্য নেয়ামত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা, তাই তারা সত্যিকারের কৃতজ্ঞ বান্দা হিসাবে আচরণ করে এবং তাদের সম্পদ ও অন্যান্য নেয়ামতকে সঠিক উপায়ে ব্যবহার করে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। অধ্যায় 67 আল মুলক, আয়াত 2:

“[তিনি] যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে, তোমাদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম...”

তারা জেনেছে যে, মহান আল্লাহ তায়ালা বাড়াবাড়ি অপছন্দ করেন তাই তারা অপচয় না করে ব্যয় করেন। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 141:

"... এবং অত্যধিক হবে না. নিশ্চয়ই তিনি তাদের পছন্দ করেন না যারা বাড়াবাড়ি করে।"

তারা যেকোন মূল্যে কৃপণ হওয়া এড়িয়ে যায় কারণ তারা জামি আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে পাওয়া হাদিস সম্পর্কে অবগত, যেটি সতর্ক করে যে লোভী ব্যক্তি আল্লাহ থেকে অনেক দূরে, জান্নাত থেকে অনেক দূরে, মানুষ থেকে দূরে এবং পরিবর্তে তার কাছাকাছি। জাহান্নামের আগুন। এই একই হাদিস পরামর্শ দেয় যে, মহান আল্লাহ একজন কৃপণ উপাসক অপেক্ষা একজন অজ্ঞ উদার ব্যক্তিকে বেশি পছন্দ করেন।

পরম করুণাময়ের বান্দারা লোভ পরিহার করে কেননা তারা এ ব্যাপারে পুরোপুরি অবগত যে, মহান আল্লাহ তাদের রিযিক প্রদান করেন এবং এমনকি তিনি এ ব্যাপারে শপথও নিয়েছেন। অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, আয়াত 22-23:

“আর আসমানে রয়েছে তোমাদের রিযিক এবং যা তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অতঃপর আসমান ও জমিনের প্রভুর কসম, প্রকৃতপক্ষে, এটি সত্য - ঠিক যেমনটি আপনি বলছিলেন।"

প্রকৃতপক্ষে, আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সমগ্র সৃষ্টির বিধান বরাদ্দ ও লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

এই ঐশী শিক্ষা এবং অন্যান্য কারণে তারা বাড়াবাড়ি এবং লোভ এই দুটি চরম মনোভাব পরিহার করে। এবং পরিবর্তে প্রয়োজনে ব্যয় করে এবং প্রয়োজনে আটকে রেখে মাঝখানে থাকা।

তারা সকল প্রকার হারাম সম্পদ পরিহার করে যে, মহান আল্লাহ হারামের উপর ভরসাকারীর দোয়া কবুল করবেন না। সহীহ মুসলিমের 2346 নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। মহান আল্লাহ যদি তাদের দোয়া প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে তিনি তাদের কোন আমল কিভাবে কবুল করবেন?

সহীহ মুসলিম, 2342 নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ শুধুমাত্র বৈধ সম্পদ থেকে দান গ্রহণ করেন। এই হাদিসটি তাদের হালাল সম্পদ থেকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করার সময় তাদের মহান সওয়াবের কথাও তুলে ধরে। মহান আল্লাহ তায়ালা হালাল দানের জন্য একটি পর্বত মূল্যের সওয়াব দেবেন যদিও তা আকারে একটি মাত্র খেজুর ফলই হয়।

পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দারা সর্বদা তাদের বাধ্যতামূলক দান করে থাকে জেনেও যে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন না করার জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 180:

“আর যারা [লোভের বশবর্তী হয়ে] আল্লাহ তাদের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তারা যেন কখনও মনে না করে যে এটি তাদের জন্য উত্তম। বরং এটা তাদের জন্য খারাপ। কেয়ামতের দিন তারা যা আটকে রেখেছিল তা তাদের ঘাড়ে বেষ্টন করা হবে..."

পরম করুণাময়ের বান্দারা অতিরিক্ত সম্পদের পেছনে লোভে না গিয়ে তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করে এবং বাকিটা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করে। এভাবেই সম্পদের পরীক্ষা ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, তারা বুঝতে পেরেছে যে, মহান আল্লাহর একজন প্রকৃত বান্দা সর্বদা ফরজ দান-খয়রাতের চেয়ে বেশি দান করে, যেমনটি পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 12:

"... এবং আল্লাহ বললেন, "আমি তোমার সাথে আছি, যদি তুমি নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আমার রসূলগণের প্রতি ঈমান আন এবং তাদের সমর্থন কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও..."

সহিহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, 1671 নম্বর, পরামর্শ দেয় যে প্রতিটি মুসলমানের শরীরের প্রতিটি জয়েন্টের পক্ষ থেকে প্রতিদিন দান করা উচিত। এটি স্পষ্টতই বার্ষিক দেওয়া বাধ্যতামূলক দাতব্যের কথা উল্লেখ করছে না।

উল্লেখ্য, দাতব্য শুধু সম্পদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। দাতব্য বিভিন্ন উপায়ে দেওয়া যেতে পারে যেমন, ভালো কাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা একটি দাতব্য কাজ। এটি সহীহ মুসলিম, 1671 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

শুরুতে উদ্ধৃত আয়াতটি, যা পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাদের ব্যয় করার অভ্যাসের কথা উল্লেখ করে, এতে সব ধরনের দাতব্যের ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে, যেমন অন্যদের সাহায্য করার জন্য নিজের সময় উৎসর্গ করা। যে একটি ভারসাম্য খুঁজে পায় না সে হয় অন্যদের সাহায্য করার জন্য খুব বেশি সময় উৎসর্গ করবে যার ফলে তারা তাদের নিজস্ব দায়িত্ব এবং দায়িত্ব অবহেলা করে। যারা অন্যদের সাহায্য করার জন্য পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করে না তারা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠবে এবং কেবল নিজের সম্পর্কে চিন্তা করবে যা একজন প্রকৃত মুসলমানের মনোভাব নয়।

পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দারা ব্যয় করার সময় সর্বদা সঠিক নিয়ত রাখে। তারা অন্যদের তাদের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের দাতব্যকে বাতিল করে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 264:

" হে ঈমানদারগণ, তোমাদের দাতব্যকে উপদেশ দিয়ে বা আঘাত দিয়ে বাতিল করো না..."

যেহেতু তারা মহান আল্লাহর জন্য আন্তরিকভাবে ব্যয় করে, তারা অন্য কারো কাছে অন্য কিছু চায় না। তাদের ধার্মিক নিয়তের কারণে মহান আল্লাহ তাদের পুরস্কৃত করেন এমনকি যখন তারা পার্থিব জিনিস যেমন তাদের পরিবারের জন্য ব্যয় করে। সহীহ বুখারী, 4006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

তারা জানে যে তাদের সৎ ব্যয় মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি অনুগ্রহ, যেহেতু মহান আল্লাহর রহমত ব্যতীত তারা কখনই এই ভারসাম্য অর্জন করতে সক্ষম হবে না, তাই তারা সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকে। প্রকৃতপক্ষে, তারা ভীত যে তাদের সৎ ব্যয় মহান আল্লাহ তায়ালা কবুল করবেন না, কিছু গোপন দোষ যেমন অকৃত্রিমতার কারণে। অধ্যায় 23 আল মুমিনুন, আয়াত 60:

" এবং যারা তারা যা দেয় তা দেয় যখন তাদের অন্তর ভীত থাকে কারণ তারা তাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে আসবে।"

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 3175 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করেছেন যে, এই আয়াতটি পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাদের নির্দেশ করে।

বহুত্ববাদ

পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাদের পরবর্তী বৈশিষ্ট্য আল ফুরকানের 25 অধ্যায়ে, আয়াত 68 এ উল্লেখ করা হয়েছে:

" আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকে না..."

এই আয়াতটি কাজ করার সময় শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য বিশুদ্ধ নিয়তের গুরুত্ব নির্দেশ করে। পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য যা মহান আল্লাহর দাসত্ব, তা পূর্ণ করার জন্য অন্য সকল ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র মহান আল্লাহর আনুগত্য করে। অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, আয়াত 56:

" আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত ছাড়া সৃষ্টি করিনি।"

বহুত্ববাদ বৃহত্তর এবং ছোট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে। বৃহত্তর ধরন হল যখন কেউ একাধিক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। এ অবস্থায় কেউ মারা গেলে তাকে ক্ষমা করা হবে না। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 48:

" নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না..."

এটিই সবচেয়ে বড় গুনাহ যা একজন ব্যক্তি করতে পারেন যা সহীহ বুখারীর 6273 নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে । প্রথমত একজনের অনুগ্রহ অস্বীকার করা একটি বড় বিশ্বাসঘাতকতা বলে বিবেচিত হয়। অন্যের কাছে এবং যে তাদের দিয়েছে তার বিরুদ্ধে এই সুবিধাগুলি ব্যবহার করা আরও খারাপ। যদি দু'জন মানুষের মধ্যে এটি সত্য হয় তবে একজন ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতার মহানুভবতা কি কল্পনা করা যায় যে মহান আল্লাহর সাথে এমন আচরণ করে, যখন তিনি একাই সৃষ্টিকে অগণিত নিয়ামত দান করেন?

ছোট ধরনের শিরক হল যখন কেউ তাদের কর্ম প্রদর্শন করে। এটি অনেক হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে যেমন সুনানে ইবনে মাজা, 3989 নম্বরে পাওয়া একটি। বিচার দিবসে যারা মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করেছে, তাদের তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভের আদেশ দেওয়া হবে যা সম্ভব হবে না। . জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তিনিই মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ না করে তাদের ইচ্ছা পূরণের জন্য কাজ করার কারণে তাদের ইচ্ছাকে তাদের প্রভু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 23:

" আপনি কি তাকে দেখেছেন যে তার [নিজের] ইচ্ছাকে নিজের উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে..."

একজন শুধুমাত্র অন্যের স্বার্থে কাজ করে কারণ তারা বিশ্বাস করে যে ব্যক্তি কোন না কোনভাবে তাদের আশীর্বাদ প্রদান করবে বা কিছু ক্ষতি থেকে রক্ষা করবে। এই গুণটি কেবল মহান আল্লাহই ধারণ করেছেন, তাই মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য কাজ করা শিরক এবং নিছক মূর্খতা।

যদি কোন মুসলমান প্রথমে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার ইচ্ছা করে এবং তারপর কোন বাহ্যিক কারণের কারণে তাদের উদ্দেশ্য পরিবর্তন করে যতক্ষণ না তারা নিজের সাথে লড়াই করে এবং তাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্যের দিকে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করে তবে আশা করা যায় যে তারা তাদের আসল উদ্দেশ্যের প্রতিদান পাবে। এবং এটি শুদ্ধ রাখার জন্য অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম।

যারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং কিছু পার্থিব জিনিস লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় কাজের সাথে তাদের উদ্দেশ্য মিশ্রিত করে তাদের জন্য এই কাজের জন্য পরকালে কোন প্রতিদান পাওয়া যায় কিনা তা বিতর্কিত। কিছু পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে তারা পূর্ণ পুরস্কার পাবেন যতক্ষণ না পার্থিব বাসনা হারাম না হয়। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে একজন মুসলিম তাদের দ্বন্দ্বের উদ্দেশ্যের কারণে আংশিকভাবে পুরস্কৃত হবে। অন্যান্য পণ্ডিতরা বিশ্বাস করেন যে তারা কোন পুরষ্কার পাবে না কারণ তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার সাথে তাদের উদ্দেশ্য অংশীদারিত্ব করেছে, যা গৌণ শিরকের একটি দিক হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। অতএব, একজন বিজ্ঞ মুসলিমের উচিত সবচেয়ে নিরাপদ বিকল্প বেছে নেওয়া এবং শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য ধর্মীয় কাজ করা এবং তাদের উদ্দেশ্যকে কিছু বৈধ পার্থিব লাভের সাথে মিশ্রিত করা উচিত নয়।

জীবনকে সম্মান করুন

পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাদের পরবর্তী বৈশিষ্ট্য আল ফুরকানের 25 অধ্যায়ে, আয়াত 68 এ উল্লেখ করা হয়েছে:

"... অথবা সেই আত্মাকে হত্যা কর যা আল্লাহ [হত্যা করা] হারাম করেছেন, অধিকার ছাড়া..."

মহান আল্লাহর প্রকৃত বান্দারা জীবনের সকল প্রকারকে সম্মান করে। তারা ইসলামের শিক্ষাগুলি মেনে চলে যা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে সমস্ত সৃষ্টির প্রতি করুণা প্রদর্শন করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিম, 6028 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি দয়া করে না, মহান আল্লাহ তাকে দয়া করবেন না। ইসলাম শুধু মানুষের প্রতি সদয় আচরণের পরামর্শই দেয় না, পশুদের জন্যও তা নির্দেশ করে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 2550 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অন্য কোন ধর্ম মানব জীবনের উপর এমন মূল্য দেয় না। পবিত্র কোরআন একজন নিরপরাধ ব্যক্তির হত্যাকে সমগ্র মানবজাতির হত্যার সাথে তুলনা করেছে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 32:

" ...একটি আত্মাকে হত্যা করে যদি না একটি আত্মার জন্য বা দেশে দুর্নীতি [সম্পাদিত] হয়- যেন সে মানবজাতিকে সম্পূর্ণরূপে হত্যা করেছে। আর যে একজনকে বাঁচায়- যেন তিনি মানবজাতিকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করেছেন..."

যারা ইসলামের নামে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করছে বলে দাবি করে তাদের নিবৃত্ত করার জন্য এই আয়াতটিই যথেষ্ট। এই আয়াত প্রমাণ করে যে তাদের আসল মন্দ উদ্দেশ্য হল সম্পদ ও ক্ষমতা লাভ করা যার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই।

অন্যদের ক্ষতি না করা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আন নাসাই, 4994 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলিম হতে পারে না যতক্ষণ না অন্য মানুষ তার ধর্ম নির্বিশেষে নিরাপদ না হয়। তাদের জিহ্বা এবং কর্ম থেকে। এটা যদি শুধুমাত্র অন্যের ক্ষতি করার জন্য হয় তাহলে ইসলাম কিভাবে নিরীহ মানুষ হত্যার অনুমতি দেয়? প্রকৃতপক্ষে, এই একই হাদীসে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যের জীবন ও সম্পদ তাদের কর্ম থেকে নিরাপদ না হয়।

যারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসরণ করার দাবি করেন তাদের জানা উচিত যে তিনি কখনই অন্য ব্যক্তির ক্ষতি করেননি যদি না তা একজন পুরুষ সৈনিকের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় না হয়। তিনি কখনই একজন মহিলা, বৃদ্ধ বা শিশুর ক্ষতি করেননি। প্রকৃতপক্ষে, তিনি কখনই নিজের জন্য প্রতিশোধ নেননি এবং শুধুমাত্র সীমা অতিক্রমকারীদের জন্য রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করেননি। সহীহ মুসলিমের 6050 নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। মুসলমানরা যদি নিজেকে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসারী বলে দাবি করে তাহলে তাদের সর্বাবস্থায় এভাবেই আচরণ করতে হবে।

একজন মুসলিমকে তাদের আত্মরক্ষার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তাদের পরিবার এবং জিনিসপত্র। কিন্তু এই সব কিছুরই সীমা আছে। কোনভাবেই একজন মুসলমানের অনুমতি নেই যে তারা প্রথমে আঘাত করে একজন নিরপরাধের প্রাণ কেড়ে নেবে। তাই মুসলমানদের উচিত অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা যেভাবে তারা অর্থ, সম্মান ও করুণার সাথে আচরণ করতে চায়।

অবৈধ সম্পর্ক

পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাদের পরবর্তী বৈশিষ্ট্য আল ফুরকানের 25 অধ্যায়ে, আয়াত 68 এ উল্লেখ করা হয়েছে:

"...এবং বেআইনি যৌন মিলন করবেন না। আর যে এটা করবে তাকে শাস্তি দিতে হবে।"

মহান আল্লাহর প্রকৃত বান্দারা সকল প্রকার অবৈধ সম্পর্ক পরিহার করে। এই আয়াতে যে ব্যভিচারকে শিরকের পাশে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে তা এর তীব্রতা নির্দেশ করে।

অবৈধ সম্পর্কের প্রলোভন এড়াতে মুসলমানদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। প্রথমত, তাদের দৃষ্টি নত করতে শেখা উচিত। এর অর্থ এই নয় যে একজনকে সর্বদা তাদের জুতার দিকে তাকাতে হবে তবে এর অর্থ হল তাদের চারপাশে অপ্রয়োজনীয় বিশেষ করে সর্বজনীন স্থানে তাকানো এড়ানো উচিত। তাদের উচিত অন্যের দিকে তাকানো এড়ানো এবং বিপরীত লিঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখা। একজন মুসলিম যেমন পছন্দ করে না যে কেউ তার বোন বা কন্যার দিকে তাকায়, সে অন্য লোকের বোন এবং কন্যাদের দিকে তাকাবে না। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 30:

“মুমিন পুরুষদের বলুন তারা যেন তাদের দৃষ্টি[1] কম করে এবং তাদের গোপনাঙ্গ হেফাজত করে। এটা তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র..."

যখনই সম্ভব একজন মুসলমানের বিপরীত লিঙ্গের সাথে একা সময় কাটানো এড়িয়ে চলা উচিত যদি না তারা এমনভাবে সম্পর্কিত হয় যা বিবাহ নিষিদ্ধ করে। সহীহ বুখারী, 1862 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই পরামর্শ দিয়েছেন।

মুসলমানদের পোশাক পরিধান করা এবং শালীন আচরণ করা উচিত। শালীনভাবে পোশাক পরা অপরিচিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এড়ায় এবং বিনয়ী আচরণ করা একজনকে প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত রাখে যা একটি অবৈধ সম্পর্কের দিকে নিয়ে যেতে পারে যেমন বিপরীত লিঙ্গের সাথে অপ্রয়োজনীয়ভাবে কথা বলা।

অবৈধ সম্পর্ক এড়ানোর আশীর্বাদ বোঝা তাদের থেকে নিজেকে রক্ষা করার আরেকটি উপায়। যেমন, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জিহ্বা ও সতীত্ব রক্ষাকারীকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। জামি আত তিরমিযী, 2408 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

অবৈধ সম্পর্কে জড়িত থাকার শাস্তির ভয়ে একজন মুসলিমকেও তাদের এড়াতে সাহায্য করবে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি ব্যভিচার করছে তার থেকে ঈমান চলে যাবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4690 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

বাস্তবে, একজন মুসলিমের অবৈধ সম্পর্কের প্রয়োজন নেই যেহেতু ইসলাম বিবাহের নির্দেশ দিয়েছে। যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে না তাদের প্রায়ই রোজা রাখা উচিত কারণ এটি একজনের ইচ্ছা এবং কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। সহীহ মুসলিমের ৩৩৯৮ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আন্তরিক তওবা

পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাদের পরবর্তী বৈশিষ্ট্য আল ফুরকান 25 অধ্যায়ে, 70-71 আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

" তারা ব্যতীত যারা তওবা করে, বিশ্বাস করে এবং সৎকাজ করে। তাদের জন্য আল্লাহ তাদের মন্দ কাজের বদলা নেবেন। আর আল্লাহ সর্বদা ক্ষমাশীল ও করুণাময়। আর যে তওবা করে এবং সৎকাজ করে সে অবশ্যই আল্লাহর দিকে [স্বীকৃত] তওবা করে।"

এই আয়াতগুলো নির্দেশ করে যে পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দারা পরিপূর্ণ মানুষ নয়। কিংবা মহান আল্লাহ তাদের আশা করেন না। তাই প্রথম যে বিষয়টি লক্ষ্য করা যায় তা হল, একজন মুসলমানের কখনই মহান আল্লাহর অসীম রহমতের আশা ত্যাগ করা উচিত নয়, কারণ এটি তাদের অবিশ্বাসের দিকে নিয়ে যেতে পারে। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 87:

"... প্রকৃতপক্ষে, অবিশ্বাসী লোকেরা ছাড়া আল্লাহর কাছ থেকে আর কেউ নিরাশ হয় না।"

প্রকৃতপক্ষে, বড় শিরক ছাড়াও মহান আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করেন। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 116:

"নিশ্চয়ই, আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না, তবে তিনি যাকে চান তার চেয়ে কম ক্ষমা করেন..."

যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমানের মধ্যে একটি নিঃশ্বাস অবশিষ্ট থাকে ততক্ষণ আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়ে মহান আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে দেরি হয় না। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 4253 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

মৃত্যুর সময় অজানা হওয়ায় সমস্ত মুসলমানের জন্য সমস্ত পাপ বড় বা ছোট হোক না কেন তা এড়িয়ে চলা জরুরী। যদি একজন মুসলমান আন্তরিক অনুতাপ করতে বিলম্ব করে তবে তারা অপ্রস্তুত মৃত্যুর মুখোমুখি হতে পারে। তখন তাদের বড় আফসোস থাকবে। প্রকৃতপক্ষে, নিজের পাপকে তুচ্ছ মনে করে তওবা করতে দেরি করা জামে আত তিরমিযী, 2497 নম্বর হাদিস অনুসারে একজন দুষ্ট ব্যক্তির লক্ষণ। এই হাদিসটি পরামর্শ দেয় যে একজন ভাল ব্যক্তি তাদের পাপকে পাহাড়ের মতো দেখেন। যাতে তারা দেরি না করে আন্তরিক তওবা করতে ত্বরান্বিত হয়।

ধার্মিক কাজ দ্বারা ছোট পাপ মুছে ফেলা যায় কিন্তু বড় পাপের জন্য আন্তরিক অনুতাপ প্রয়োজন। এটি অধ্যায় 4 আন নিসা, 31 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

" তোমরা যদি বড় গুনাহ থেকে বিরত থাকো যা থেকে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে আমরা তোমাদের থেকে তোমাদের ছোট গুনাহ দূর করে দেব এবং তোমাদেরকে একটি সম্মানজনক প্রবেশদ্বারে প্রবেশ করাব।"

আন্তরিক অনুশোচনার মধ্যে রয়েছে পাপের জন্য অনুশোচনা বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া যে পাপ বা অনুরূপ পাপের দিকে ফিরে আসবে না এবং যেখানে সম্ভব কোন লঙ্ঘন পূরণ করা। যদি পাপ মানুষের বিরুদ্ধে হয় তবে মুসলিমকে , যদি সম্ভব হয়, অবশ্যই তাদের ক্ষমা চাইতে হবে এবং তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি ব্যক্তি তাদের ক্ষমা না করে তাহলে বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। অত্যাচারীর নেক আমল তাদের শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে নির্যাতকের গুনাহ তাদের অত্যাচারীকে দেওয়া হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। এটি সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

ভালোর জন্য পরিবর্তন করা

পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাদের পরবর্তী বৈশিষ্ট্য আল ফুরকান, 71 নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

" এবং যে তওবা করে এবং সৎকর্ম করে, সে অবশ্যই [স্বীকৃত] তওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে যায়।"

মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আন্তরিক তওবা কবুল হওয়ার অন্যতম নিদর্শন এই আয়াতে নির্দেশ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণভাবে অনুতপ্ত হওয়ার পর এবং কথার মাধ্যমে একজন মুসলমানকে অবশ্যই সৎ কাজ করে এবং আরও পাপ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এটি সমর্থন করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, যখন কেউ সঠিকভাবে নামাযের মতো সৎ কাজ করে, তখন তা তাকে পাপের উপর অবিচল থাকা থেকে রক্ষা করবে। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 45:

"... প্রকৃতপক্ষে, নামায অনৈতিকতা ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

আন্তরিক অনুশোচনার পর একজন মুসলমান শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক উন্নত করে না, বরং তারা তাদের চরিত্রকে আরও ভালোভাবে পরিবর্তন করে যাতে তারা মানুষের সাথে আরও সদয় আচরণ করে। পরম করুণাময় আল্লাহর প্রকৃত বান্দাদের পথে চলার জন্য মুসলমানদের অনুপ্রাণিত

করার জন্য, মহান, যারা আন্তরিকভাবে তাওবা করে তাদের সুসংবাদ দেয় যে তিনি তাদের মন্দ কাজগুলিকে ভাল কাজে রূপান্তর করবেন। 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 70:

"... তাদের জন্য আল্লাহ তাদের মন্দ কাজের বদলা নেবেন..."

এই দোয়াটি পাপ মোচনের চেয়ে অনেক বড়। অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই গুনাহ থেকে আন্তরিকভাবে তওবা করে এবং মহান আল্লাহর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে সৎকাজের প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের দেওয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে।

মিথ্যাচার

পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাদের পরবর্তী বৈশিষ্ট্য আল ফুরকানের 25 অধ্যায়ে, 72 নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

" আর [তারা] যারা মিথ্যার সাক্ষ্য দেয় না..."

এই আয়াত সতর্ক করে যে, পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। দুর্ভাগ্যবশত, এটি সাধারণত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে ঘটে যেখানে মুসলিমরা তাদের সম্পত্তি এবং সম্পত্তির মতো তাদের নয় এমন কিছু নেওয়ার জন্য আদালতে মিথ্যা দাবি করে। সহীহ বুখারী, 2654 নং হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে মিথ্যা কথা বলা বড় পাপের মধ্যে একটি। প্রকৃতপক্ষে, এই হাদিস মিথ্যাচারকে শিরক এবং পিতামাতার অবাধ্যতার পাশে রাখে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে ইবনে মাজাহ, 2373 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে কঠোর সতর্কবাণী দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষী হয়ে আন্তরিকভাবে তওবা করে না, সে বিচারের দিন পর্যন্ত নড়বে না। মহান আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামে পাঠান। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি এমন কিছু নেওয়ার জন্য মিথ্যা সাক্ষী হিসাবে কাজ করে যার কোনো অধিকার তাদের নেই, তাকে জাহান্নামে পাঠানো হবে যদিও তারা যে জিনিসটি নিয়েছিল তা একটি গাছের ডালও হয়। এটি সহীহ মুসলিমের 353 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। মিথ্যা সাক্ষী হওয়া একটি গুরুতর পাপ কারণ এতে মিথ্যা বলার মতো আরও অনেক ভয়ঙ্কর পাপ রয়েছে। মানুষের বিরুদ্ধে এই পাপ মহান আল্লাহ ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না ভুক্তভোগী প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা

তাদের ভাল কাজ না করে তবে তাদের শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে তাদের শিকারের পাপ বিচার দিবসে তাদের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য দেওয়া হবে। এর ফলে মিথ্যা সাক্ষীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। এটি সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বর হাদিস থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে। মিথ্যা সাক্ষী যদি অন্য কারো পক্ষে সাক্ষ্য দেয় তাহলে তারাও গুনাহ করে, যাতে পরবর্তীরা এমন কিছু নিতে পারে যার তাদের অধিকার নেই। এই মনোভাব স্পষ্টভাবে পবিত্র কুরআনের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে যা মুসলমানদের একে অপরকে মন্দ কাজে সাহায্য না করে বরং ভালো কাজে একে অপরকে সাহায্য করার পরামর্শ দেয়। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"... আর সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

মিথ্যা সাক্ষী বেআইনিভাবে প্রাপ্ত কিছু ব্যবহার করে আরও পাপ করবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি তারা এই পদ্ধতিতে সম্পদ অর্জন করে এবং তারপর তা পবিত্র হজ্জ পালনের জন্য ব্যবহার করে। তাদের পবিত্র তীর্থযাত্রা প্রত্যাখ্যান করা হবে কারণ মহান আল্লাহ শুধুমাত্র বৈধকে গ্রহণ করেন। এটি সহীহ মুসলিম, 2342 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। সাধারণ দৈনন্দিন কথাবার্তায় হোক বা আদালতের মামলায় শপথ করা হোক না কেন সর্বদা সত্য কথা বলা সকল মুসলমানের কর্তব্য। সব ধরনের মিথ্যা বলা গুনাহের দিকে নিয়ে যায় যা ফলস্বরূপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। যে মিথ্যা বলতে থাকবে তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা বড় মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করবেন। জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। আশংকা করা হয়েছে যে এই মহান মিথ্যাবাদীকে বিচারের দিন জাহান্নামে পাঠানো হবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 61:

"... [আমাদের মধ্যে] মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ দাও।"

নিরর্থক জিনিস

পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাদের পরবর্তী বৈশিষ্ট্য আল ফুরকানের 25 অধ্যায়ে, 72 নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

"...এবং যখন তারা খারাপ কথাবার্তার কাছে যায়, তখন তারা মর্যাদার সাথে চলে যায়।"

এই আয়াতটি ইঙ্গিত করে যে, পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দারা এমন সব বিষয় এড়িয়ে চলে যা ইহকাল বা পরকালের কোনো উপকারে আসে না, তা কথায় হোক বা কাজে। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, বাক ও কর্ম তিন প্রকার । নীরব থাকতে হবে এবং প্রথম প্রকার থেকে বিরত থাকতে হবে যা পার্থিব ও ধর্মীয় জীবনের জন্য সম্পূর্ণ ক্ষতিকর। দ্বিতীয় প্রকারটি কেবল সময় নষ্ট করে যা বিচার দিবসে একটি বড় আফসোস হবে। এই ধরনের কথা বা কাজ যা কারো পার্থিব বা ধর্মীয় জীবনের জন্য উপকারী বা ক্ষতিকর নয়। শেষ প্রকার একটি উপকারী বক্তৃতা এবং কর্ম নিযুক্ত করা উচিত . এই কাঠামো অনুযায়ী বাক ও কর্মের দুই তৃতীয়াংশ অপসারণ করা উচিত একজনের জীবন থেকে

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, অযথা কথা বলাকে পাপ বলে গণ্য করা হয় না। কিন্তু এটি তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করার কারণ হবে। উপরন্তু, অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা সাধারণত গীবত করার মতো পাপপূর্ণ কথাবার্তার দিকে নিয়ে যায়। মানুষের পক্ষে এমন কিছু নিয়ে আলোচনা করা অত্যন্ত বিরল, যা এই দুনিয়া বা পরকালের জন্য কল্যাণকর নয়, শেষ পর্যন্ত পাপ না করে। মনে রাখতে হবে যে,

তাদের বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে একটি চিঠি যা তারা মহান আল্লাহকে লেখে। এই অক্ষরটি অতিরিক্ত শব্দ দিয়ে পূর্ণ করা একজন ব্যক্তির জন্য বিব্রতকর হবে যা তাদের বা এই দুনিয়া বা পরকালের অন্যদের জন্য কোন উপকারী নয়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সহীহ বুখারী, 2408 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, মানুষ যখন অনর্থক শব্দ উচ্চারণ করে তখন মহান আল্লাহ অপছন্দ করেন। অনেক হাদিস থেকে এটা স্পষ্ট যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপ্রয়োজনীয় শব্দ উচ্চারণ করেননি এবং এর প্রতি অপছন্দও প্রকাশ করেছেন। ইমাম বুখারীর, আদাব আল মুফরাদ, 211 নম্বরে একটি উদাহরণ পাওয়া যায়। অতএব, একজন মুসলিমের কর্তব্য এই বৈশিষ্ট্য থেকে দূরে থাকা।

উল্লেখ্য, এই আয়াতটি এও নির্দেশ করে যে, পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দারা তাদের কথাবার্তার মাধ্যমে পাপ করে না। যখন তারা এমন কথাও উচ্চারণ করে না যেগুলোকে পাপ বলে গণ্য করা হয় না, যেমন অনর্থক কথাবার্তা?

মুসলমানদের উচিত তাদের কাছ থেকে শোনা এবং শেখা যাতে তারা শুধুমাত্র ভালো কথা বলা বা চুপ থাকা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে পারে। সহীহ মুসলিমের ১৭৬ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, কিছু লোক যা বিশ্বাস করে তার বিপরীতে যে ব্যক্তি তাদের কথাবার্তা শুদ্ধ করেনি তার শুদ্ধ হৃদয় বা শরীর থাকতে পারে না। জামি আত তিরমিযী, 2407 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উপরন্তু, এই আয়াতটি ভাল সঙ্গীর গুরুত্বও নির্দেশ করে। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত একজন ভাল সঙ্গী হতে পারে না যতক্ষণ না সে তার কথাবার্তা নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। এর কারণ হল একজন ব্যক্তি তাদের সঙ্গীদের দ্বারা প্রভাবিত হবে, যা সুনানে আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে। যদি একজন ব্যক্তি তার সময়কে অনর্থক কথাবার্তা এবং কাজ করে, তাহলে সম্ভবত তার বন্ধুরাও একই কাজ করবে। এই কারণেই সমস্ত মুসলমানদের জন্য তাদের সঙ্গী বাছাই করা এবং তাদের সন্তানদের মতো অন্যদেরও একই কাজ করার পরামর্শ দেওয়া অত্যাবশ্যক। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

" ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।"

শব্দ এবং কর্ম

পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাদের পরবর্তী বৈশিষ্ট্য আল ফুরকানের 25 অধ্যায়ে, 73 নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

"এবং যাদেরকে তাদের পালনকর্তার আয়াত স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলে, তারা বধির ও অন্ধ হয়ে পড়ে না।"

এই আয়াতটি ইঙ্গিত করে যে, পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দারা ইসলামের শিক্ষা শুনে, উপলব্ধি এবং আমল করে শুধু কথার মাধ্যমে নয় কর্মের মাধ্যমে তাদের বান্দাহত্ব প্রমাণ করে। অনেক মুসলিম এখনও পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করে, মহান আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করে। কারণ তারা পবিত্র কুরআনের প্রথম দিকটিই পূর্ণ করে যা এটি তেলাওয়াত করছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই মুসলিমরা আরবি ভাষা বোঝে না, তাহলে পবিত্র কুরআন তাদের আচরণকে কিভাবে প্রভাবিত করতে পারে? বাস্তবে, এই লোকেরা পবিত্র কুরআনের প্রতি বধির এবং অন্ধের মতো আচরণ করে কারণ তারা পবিত্র কুরআনের অন্যান্য এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি পূরণ করতে বিরক্ত করে না। দ্বিতীয় দিকটি হল এটিকে বোঝা যা এর প্রামাণিক এবং অনুমোদিত ব্যাখ্যাগুলি অধ্যয়ন করে করা যেতে পারে। পবিত্র কুরআনের চূড়ান্ত দিক হচ্ছে এর শিক্ষার উপর আমল করা। এটি একটি সুন্দর জামাকাপড় মধ্যে মোড়ানো এবং একটি বাড়িতে একটি উচ্চ শেলফে রাখা যথেষ্ট ভাল নয়. পবিত্র কোরআন হল পথনির্দেশের বই, ঘরের অলংকার নয়। এর সকল দিক পূরণ না করলে কিভাবে এর দ্বারা পরিচালিত হবে? পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দারা এটাই করতে সচেষ্ট। এই আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহর প্রতি অজ্ঞতা ও প্রকৃত বান্দাহ এক হৃদয়ে একত্রে পাওয়া যাবে না।

একটি ধার্মিক পরিবার

পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাদের পরবর্তী বৈশিষ্ট্য আল ফুরকানের 25 অধ্যায়ে, আয়াত 74 এ উল্লেখ করা হয়েছে:

" আর যারা বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্য থেকে আমাদের চোখের প্রশান্তি দান করুন..."

এই আয়াতটি ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী বিয়ের গুরুত্ব নির্দেশ করে। এর অর্থ হল পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দারা কাকে বিয়ে করতে হবে তা বেছে নেওয়ার সময় সহীহ মুসলিমের 3635 নম্বরে পাওয়া মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরামর্শ অনুসরণ করে। এই হাদিসটি পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তিকে তাদের সৌন্দর্য, বংশ, সম্পদ বা তাদের ধার্মিকতার জন্য বিয়ে করা হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) মুসলমানদেরকে এমন একজনকে বিয়ে করার পরামর্শ দিয়েছেন যার মধ্যে তাকওয়া আছে।

এই হাদিসে উল্লেখিত প্রথম তিনটি বিষয় খুবই ক্ষণস্থায়ী ও অসম্পূর্ণ। তারা কাউকে সাময়িক সুখ দিতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই জিনিসগুলি তাদের জন্য একটি বোঝা হয়ে দাঁড়াবে কারণ তারা বস্তুজগতের সাথে যুক্ত এবং সেই জিনিসের সাথে নয় যা চূড়ান্ত এবং স্থায়ী সাফল্য দেয়, বিশ্বাস। সম্পদ সুখ আনে না তা বোঝার জন্য একজনকে কেবল ধনী এবং বিখ্যাতদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে। আসলে, ধনীরা পৃথিবীর সবচেয়ে অতৃপ্ত এবং অসুখী মানুষ। তাদের বংশের খাতিরে কাউকে বিয়ে করা বোকামি কেননা এটা গ্যারান্টি দেয় না যে একজন ভালো জীবনসঙ্গী হবে। প্রকৃতপক্ষে, যদি বিয়েটি কার্যকর না হয় তবে

এটি বিয়ের আগে দুটি পরিবারের আবদ্ধ পারিবারিক বন্ধনকে নষ্ট করে দেয়। শুধুমাত্র সৌন্দর্যের জন্য বিয়ে করা মানে, প্রেম বুদ্ধিমানের কাজ নয় কারণ এটি একটি চঞ্চল আবেগ যা সময়ের সাথে সাথে এবং একজনের মেজাজের সাথে পরিবর্তিত হয়। কথিত প্রেমে ডুবে কত দম্পতি একে অপরকে ঘৃণা করে?

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এই হাদিসটির অর্থ এই নয় যে একজন দরিদ্র জীবনসঙ্গী খুঁজে বের করা উচিত কারণ এটি এমন কাউকে বিয়ে করা গুরুত্বপূর্ণ যে একটি পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে একজনের তাদের স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয় কারণ এটি একটি সুস্থ বিবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু এই হাদিসের অর্থ হল এই বিষয়গুলো কারো বিয়ে করার মূল বা চূড়ান্ত কারণ হওয়া উচিত নয়।

একজন মুসলমানের জীবনসঙ্গীর মধ্যে প্রধান এবং চূড়ান্ত গুণটি হল তাকওয়া। এটি তখনই হয় যখন একজন মুসলিম মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। সহজ কথায়, যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, তারা সুখ ও কষ্ট উভয় সময়েই তাদের স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করবে। অন্যদিকে, যারা ধার্মিক তারা যখনই মন খারাপ করে তখনই তাদের স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করবে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মুসলিমদের মধ্যে গার্হস্থ্য সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ এটি।

পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দারা এই হাদীসে প্রদত্ত উপদেশের উপর আমল করে এবং এর মাধ্যমে তারা এমন একটি দিক পূরণ করে যা তাদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করতে সাহায্য করে। জামি আত তিরমিযী, 2521 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র এই আচরণের মাধ্যমে একজন

মুসলিম তাদের স্ত্রীর মাধ্যমে তাদের চোখের শীতলতা অর্জন করতে পারে যা এই আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে।

এই আয়াতে উল্লিখিত দ্বিতীয় জিনিসটি অর্জন করার জন্য, একজন ধার্মিক সন্তান, একজন পিতা-মাতাকে অবশ্যই তাদের সন্তানকে তাকওয়া অবলম্বন করতে শিক্ষা দিতে হবে প্রথমে উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্ব দিয়ে এবং তাদের সন্তানকে তাকওয়ার বাস্তব প্রদর্শনের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত, তাদেরকে ছোটবেলা থেকেই পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে তাকওয়া ও মহৎ চরিত্রের বিভিন্ন দিক শেখানো উচিত। এর সংক্ষিপ্তসার তিনটি বিষয় হতে পারে যথা, মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করা।

শুধুমাত্র যখন একজন পিতামাতা এই পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করে তখনই তারা এই আয়াতের প্রার্থনা পূরণ করতে পারে। তবেই তাদের সন্তান ইহকাল ও পরকালে তাদের উপকার করবে। এই দায়িত্বে অবহেলা করলে কেবলমাত্র একজনের সন্তান উভয় জগতেই তাদের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

মহৎ চরিত্র

পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাদের পরবর্তী বৈশিষ্ট্য আল ফুরকান, 74 নং আয়াতের 25 অধ্যায়ের শেষে উল্লেখ করা হয়েছে:

"এবং যারা বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্য থেকে আমাদের চোখের প্রশান্তি দান করুন এবং আমাদেরকে সৎকর্মশীলদের জন্য নেতা করুন।"

প্রকৃতপক্ষে, এই আয়াতটি পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাদের ধর্মীয় বা জাগতিক নেতা হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে বোঝায় না। এর প্রকৃত অর্থ হল, তারা মানবজাতির নেতাদের গুণাবলি গ্রহণ করতে চায়, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, কারণ তারা মহান আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে প্রিয়। এই প্রার্থনা মহান আল্লাহর ভালবাসা কামনা করার একটি পরোক্ষ উপায়। এই আয়াতটি দেখায় যে বাস্তবিকভাবে চেষ্টা না করে এটি অর্জন করা যায় না, যা সহীহ বুখারি, 6502 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা আরও সমর্থন করা হয়েছে। এটি পরামর্শ দেয় যে বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন এবং স্বেচ্ছাকৃত সৎকাজ সম্পাদন করার চেষ্টা করার পরে একজন ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয় হয়ে ওঠেন, উচ্চাভিলাষী। অতএব, একজন মুসলমানকে অবশ্যই মহান আল্লাহ তায়ালার পছন্দনীয় সকল কাজ সম্পাদন করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে এবং মহান আল্লাহ তায়ালার অপছন্দনীয় সকল কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে, যদি তারা সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে চায় এবং মহান আল্লাহর প্রিয়পাত্র হতে চায়।

উপরন্তু, আয়াতের এই অংশটি ইঙ্গিত করে যে আলোচ্য পদ্ধতিতে কাজ করলে এই আয়াতের শুরুতে উল্লিখিত দোয়াটি পূরণ হবে যা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছিল । যথা, একটি ধার্মিক পরিবার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যাতে তারা উভয় জগতের বোঝা না হয়ে একজন মুসলিমের জন্য একটি বড় সম্পদ হয়ে ওঠে।

আয়াতের এই অংশের অর্থ এইও হতে পারে যে, পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দারা সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে এবং চেষ্টা করে যাতে তারা তাদের উপদেশ শোনে এবং কাজ করে তাদের জন্য পুরস্কৃত হয়। সহীহ মুসলিম, 2351 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এবং এই হাদিস দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দারা অন্যের বিভ্রান্তির কারণ হয়ে উঠতে ভয় পায়। এটি কেবলমাত্র একজনের পাপ বৃদ্ধির কারণ হবে একজন ব্যক্তি কতজনকে বিপথগামী করে তার উপর নির্ভর করে।

তারা তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা ব্যক্তিদের জন্য একটি ইতিবাচক রোল মডেল হতে চায়। সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি সমস্ত মুসলমানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

এই বইটি শেষ করার জন্য, সমস্ত মুসলমানকে পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাদের বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। এর মাধ্যমে এবং মহান আল্লাহর রহমতে, তারা কি এই পৃথিবীতে ধন্য হবে এবং পরলোকগত পৃথিবীতে একটি আশ্রয় ও চিরস্থায়ী বিশ্রামের স্থান পাবে। এর পরবর্তী আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 75:

" তারা ধৈর্য ধরে যা সহ্য করেছে তার জন্য তাদেরকে চেম্বার দেওয়া হবে এবং সেখানে তাদের সালাম ও [শব্দের] সাথে গ্রহণ করা হবে।"

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
ইবুক/ অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট : https://archive.org/details/@shaykhpod
শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক: https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf
https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক : https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন: https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন: http://shaykhpod.com/subscribe